প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ। প্রমা প্রকাশনী

৫ ওয়েষ্ট রেঞ্জ কলকাতা—১৭

মুদ্রক

তারা মুদ্রণ, ২৫০/এ, এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা—৬

সূচি

হিরোশিমা / ৯
ঝিনঝিনে আত্মা / ১০
আত্মগোপনকারী / ১১
যুবরাণী / ১৩
উইপোকা / ১৪
কেন্দাডি পাহাড় / ১৫
রূপকথার নিষ্ঠুরতা ও বহ্নিশিখা / ১৭
বহ্নিশিখা, তুমি কারো মাতা নও / ১৮
মাণ্ডবী / ১৯
ডোমকাক ও বহ্নিশিখা / ২১
মদনিকা / ২৩
পাণ্ডুলেখ / ২৪
ইগুয়ানা / ২৫
তোমার হৃদয় / ২৬
প্রতিহস্তারক / ২৭
শাশ্বত চড়ুইভাতি / ২৮
গণিকার হাড় / ২৯
চাঁদা মাছ / ৩০
ভ্রমণ মৃত্যু / ৩১
সুদূর হাঙরহীন / ৩২
সার্বভৌম বীজ / ৩৩
ঘোড়া ও মাপুসা /৩৪
মৃত্যুর শহর / ৩৫
আদিম অন্ধকারের কুমারী / ৩৭
বাকলে নখের দাগ / ৩৯
নারী / ৪০
শুধু তার নাম / ৪১
শুহাঁনারী / ৪২
তোমার ভেতরে নেমে / ৪৩
কলকাতায় শীত আসে / ৪৪

সেই তুমি / ৪৫
শাশ্বত ছাতারে / ৪৭
না কোনো পম্পাই নয় / ৪৯
যদি শীতের বাগানে / ৫০
অরণ্য ১ / ৫১
অরণ্য ২ / ৫২
কে আমাকে নিতে চাও জলে / ৫৩
ঘোড়াদের কথা / ৫৪
আরোয়াল / ৫৫
হাজতের দিন / ৫৬
আহিরোন / ৫৭
মৃত্যুর পাশের ঘরে / ৫৮
ঘূর্ণিজল / ৫৯
জননী / ৬০
প্রতিধ্বনি / ৬১
কালো বর্শা / ৬৪

হিরোশিমা

এ এক অদ্ভুত দেশ, ঘোলাটে জ্যোৎস্নায়
সাঁতরায় জিঘাংসু মাছ, ছায়ামূর্তি ঘোরে
এ এক আশ্চর্য জনপদ, ওড়ে সাবলীল বিষের বাতাস
ইমারত গড়ে ওঠে খানাখন্দে, রাত
স্তব্ধ হয়, হিসহিসিয়ে ওঠে হননের ভাঙা কাচ

এখানে লুঠেরা ফের উদ্যত হয়েছে
রক্তচোখে তূণে
লাশের নগরী তবু নির্বিকার, হাট বসায় পথে
লাশেরা জানে না মৃত্যু, হামেশাই খুনসুটি করে
যেন পর্ণমোচী গাছ থেকে খসে পড়ছে একটি দুটি তিনটি পাতা
এখানে বাঁচাটা খুব মন্দ নয়
প্রতিদিন অলৌকিক পুনর্জন্ম হয় মৃতদের
সওদার ফেনিল মদ গেলে ওরা, সঙ্গে চাট আত্মীয়ের কিমা
এখানে গুঞ্জরমালী মধু ঢালে কানে আর
বিষ ঢালে অদৃশ্য শিরায়

যে সব সকাল গেছে সন্ধ্যা গেছে ইন্দ্রিয়পীড়ায়
ফিরবে না কখনো. মিছিমিছি
নিশিকুটুমের মত অন্তঃপুরে শিস দেবে জানলায়
পাখির কঙ্কাল আর সেজুতি নাড়াবে না, শুধু স্মৃতির জলদানো
বলবে : তুই এখানেই ছিলি
বেশ ছিলি, জন্মের আলোয়, রক্তে, শুক্রের আঠায়
তুই খেতি তোকে খেতো, কারো কিছু মনেও থাকত না
এ এক আশ্চর্য দেশ, এ এক ভুতুড়ে দেশ (যদি থাকো ত্রাতা
ঘুমুতে পারি না মোটে, হুবহু বিনষ্টিগুলো মনে পড়ে যায়
মরণমারণও বেশ আগেভাগে করতে পারি আঁচ
যেন পর্ণমোচী গাছ থেকে খসে পড়ে একটি দুটি তিনটি পাতা

রাত স্তব্ধ হয়, ক্রমে হিসহিসিয়ে ওঠে ভাঙা কাচ

ফিনফিনে আত্মা

রাতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি কালো গোলাপের প্রাজমা
দেখি বুভুক্ষু সাতলায় তার কড়ায় মীনের স্বপ্ন
জীবিকার হায় ওত পেতে থাকে আততায়ী অদৃশ্য
অভ্যস্তা নামে কাঁদুনে খোকাটি ক্যাসেটে বাজায় দামামা

নিজের ভেতরে কখনো বাজতে শুনিনি বাউলযন্ত্র
কল্কের পর কল্কে ফুরোলো কাকে বলো তুমি মৌতাত
জলে নেমে মূল উপড়ে খেয়েছি পঙ্কের মৌ পদ্ম
জীবনের সাথে কষ্টিনষ্টি করেছি শুশুকে সওয়ার

শহরতলীর ভোরে মৃতদের ডেকে খুন হয় পাপিয়া
জেগে উঠে ওরা দেখে আয়নায় মাংসছোলানো পাঁজরা
এলোমেলো দিন আগে কটাক্ষ হানে যুবরাণী সন্ধ্যা
নশ্বরদেহী খোঁজে উদ্বাহু হ'য়ে মাদারির আখড়া

এভাবেই দিন গড়ায় জীবনমৃত্যুতে লাগে শঙ্খ
অলিম্পিয়ার মত ঈশ্বরী হাতে ঢাকে আদিলজ্জা
যুবকযুবতী বদ্ধবৃত্তে নাচে আলাভোলা উদ্দাম
পণ্যপল্লী দোলায় চর্বি চেরি তরমুজ দ্রাক্ষা

ব্রহ্মা বালিশে মাথা রেখে টানে ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি
কচুরিফুলের মত ফিনফিনে কাঁপে ফানুসের আত্মা
পুরুষ এখানে কবন্ধ নারী উড়ন্ত লাল টর্সো
নিষ্ঠুর দেশ খরাপিপাসায় ইশারাও নেই বৃষ্টির

'মৃত্যু বড়ই মায়াবী' চিলতে চাঁদের আলোয় কঙ্কাল
খিকখিক হেসে বলে : এমনটি হয়েই আসছে চিরকাল

আত্মগোপনকারী

আমার ভেতরে আত্মগোপন ক'রে আছে যে কবিতা
তাকে আমি চিনি না, টের পাই শুধু তার
আততায়ী ত্রাস
যে জীবন আমি কাটিয়ে এসেছি সাতপাতালের সুড়ঙ্গলোকে
তার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল কবিতা
ঝিরিঝিপাড়ার নিষিদ্ধ রোয়াকে ব'সে যে রঙবেরঙের
ছেলেদের সাথে চরস খেয়েছিলাম
তারা আমার অতীত কবিতার পোড়ো দুর্গে
আজও লুকোচুরি খেলে

এক শীতকুয়াশার রাতে
মৃত্যু নিয়ে কবিতা ফাঁদতে গিয়ে
পাকা গাবের গন্ধমাখা নিদ্রা গিয়েছিলাম খোলা জানালার পাশে
মানুষ ছিলাম না
তখন আমি ছিলাম জন্তুর মতো সাধারণ
ইন্দ্রের মতো শরীরী
সুগন্ধী গোলাপমঞ্জরী ছিন্নভিন্ন ক'রে
চিবিয়ে খেতাম জংলীপাতা
একদিন এক বিশ্ববিশ্রুত কবির কবিতায় পেলাম
ব্রনটোসরাসের ঘিলুর গন্ধ
নিরালা জায়গায় খোশখেয়ালে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলাম এক ঢিবি
সন্দেহ আর গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে তার ভেতর থেকে তুলে আনলাম
রামাপিথেকাসের হাড়গোড়
ভরদুপুরে এশিয়াটিক সোসাইটির তলায় দাঁড়িয়ে টলছিলাম দেখে
এক ভারতবিদ আমাকে ভর্ৎসনা করেছিল মন্দাক্রান্তায়
যেসব মেঠোগণিকার গতর ফুঁড়ে চলে গেছে পাতালরেল
তাদের কান্না ক্রোধ ক্ষুধা হতাশার প্রতিনিধি
একটি প্রতিবাদী কবিতা লিখতে বলেছিল আমায়
আমার কথাছবিছন্দের মিহি মূর্ছনায় আচ্ছন্ন তাঁতীমন

আজো লিখে উঠতে পারেনি সেই কবিতা

'আর কতকাল পালিয়ে বেড়াবে তুমি, মূর্খ
মেঘের আড়ালে
অলীক গাম্ভীর পেছনে ধাবিত ষণ্ডরূপী দেবতা ?'
এই মর্ত্যঘোষণার সাথে বাবুঘাটের সূর্যাস্তের রঙ মিশে যেতেই
আমি ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলাম
তখন আমার মধ্যে অশনাক্ত আততায়ী
মদপিপাসার খড়খড়ে জিভ নাড়িয়েছিল

স্বপ্নের ভেতরে বহুদিন পেরিয়ে গেছি টেরিটিবাজারের দুর্গন্ধ
গুমঘর লেনের পাশ দিয়ে প্রতিদিন পানশালায় গিয়ে দেখেছি
একদঙ্গল কবি
অমরত্বের প্লাষ্টিক নীল মাংস নিয়ে খিটিমিটি করে
আখবারের ভুচর শজারু আমাকে খুঁচিয়েছে বহুবার
চিন্তাশীল রাকুন চেখে দেখবার আগে ধুয়ে নিতে চেয়েছে আমাকে
শুধু এই সন্দেহে যে আমার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে
কোনো কৃষ্ণবর্ণ আততায়ী

কে লুকিয়ে আছো ভেতরে ? বেরিয়ে এসো
কিন্তু কোনো শব্দ নয়
উঠে এসো অজানা চারার মত মত উদ্ভিন্ন হয়ে
বালিকা থেকে যুবতীর মত গূঢ় বিবর্তনে
সুখের কষ্টের মতো
অতিদূর আগুন পাহাড়ের নিঃশব্দ লাভা ওগড়ানোর মতো
শাস্তির সেনাপতির কান্নার মতো
ব্রহ্মাণ্ডের কালো কুসুমের মতো
নেবুলার মতো
অগুনতি তারার মতো
কারা আমার মধ্যে লুকিয়ে আছো
বেরিয়ে এসো !

যুবরাণী

আমি হাঁটু গেড়ে বসি তুমি নগ্ন হও যুবরাণী
ভূতগ্রস্ত যুবকের কাছে তুমি পাতালকেতুর মদালসা
হাই তুলে হাসো।

স্মৃতির রম্ভোরু পৃথু, লুপ্ত কটিখাঁজ, ঢিলে স্তন
সোনার আংটার দাঁত, আত্মার বেগনি থলি, তাম্বুলের লাল
কি যেন রয়েছে আজো তোমার ভেতরে
জাঙের ওপর ঘোড়া মেদিনীর মাংস চ্যাপ্টা মেঘ
নাভিগন্ধ মারীভয় মারণমান্দাস ?

মাখডালিয়ার ওম নয় নীল নৌকো নয় গোহারিণ নয়
তবে কি রেখেছ পুষে হৃদয়ে তোমার ?
মেদেয়ার ঈর্ষা ? বুনো বীজ ?

রেশমসৈকত থেকে জলোচ্ছ্বাস সরে যায়, মঞ্জীর খসায় যুবরাণী
স্বর্গ ভেবে উঠে যায় যে বামন চীৎকৃত কুকুর
সে কি আমি, নিজ খুলি ডিক্রি নথি জলে ভাসিয়েছি ?

তুমি নগ্ন হও তুমি অত অনায়াসে নগ্ন হও
আমি খুঁজি চঞ্চল চারপায় লেজে, গোসাপের মতো
তুমি কি কোথাও আছো, কোনোদিন ছিলে, যুবরাণী ?

উইপোকা

দু'চোখে বিজবিজ করছে উইপোকা নাভিগর্তে কেঁচো
গলা বেয়ে উঠে আসছে কৃমি, এই বেঁচেবর্তে থাকা
হলদে মুনিয়ার মতো নয় যে মজাতে পারবে মূঢ় গেরস্তকে

বিকেলের ন্যাড়ামাঠে হাড়িচাচা ডাকে
'খাঁচার ভেতরে আছে নিবিড় সংগীত, তাকে শুনতে চেষ্টা কোরো'
বিমর্ষ পুরুষ শান্ত করতে চায় তার তন্বী উন্মনা নারীকে
শিশুরা যে ছবি আঁকে তার মধ্যে বেঁচে থাকে বহু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ
তোমাকে তাদের মতো হতে হবে—আমুদে জোকার
কাফ্রী খোজা ভেড়ো ক্রীতদাস
কে কাকে দিয়েছে জুঁইমালা ?

বগেরির মাংসে কিলবিলোচ্ছে শাদা পোকা
কাব্য আর ফেরি করা যাবে কি কারুকে ?
দুনিয়াকে দেখতে ভালো বেদান্তের চোখে
হাতে হাতে ঘোরে জপমালা !

দুচোখে বিজবিজ করছে উই—উইপোকা
কে এই সত্যের জন্য দায়ী হবে, কে এই মিথ্যের ?
জৈবজন্ম ? ছায়াপথ ? ফোপরা অন্ধকার ?

আলোর সন্তান কেউ নয়, সব জেলির কাঙাল
কারো হাতে লীলাপদ্ম, কারো লোধ্রেণুমাখা গাল
আবার সমুদ্রে ফিরে যাবে, সব বাষ্পে ও আগুনে ফিরে যাবে ?

কেন্দাডি পাহাড়

এইখানে পোরসিলেন, এখানে নারীর মত অর্দ্ধতৃপ্ত খনি রাগে ফোঁসে।
তিন চার প্রকাণ্ড পাহাড়, তার মধ্যিখানে তেজী
হীরের ঘোড়ার মত ঝোরা,
তেতুলতলার নিচে মোষ ও মেয়েরা, মেঘ কেন্দাডি পাহাড়ে
যত যাবে ততই সুন্দর আজ প্রকৃতি ও মাটির মানুষদের এই বোঝাপড়া।

সোনা নয় সুবর্ণরেখার জলে কপারের মল।
আদিম মানুষদের অতৃপ্ত জিহ্বার মত ইতস্তত জলস্রোতে
জেগে আছে অনেক পাথর।

পাথর ভেজে না,
পাথর ভেজে না কোনোদিন।

অরণ্য ও পাথরের দেশে আছে কালো ও গভীর সব নারী,
সুঠাম শালের মত ওদের গড়ন,
মহুয়ার মত মূর্ছা আনে।
পোরসিলেনপিছল শরীর এরা ইউরেনিয়ামও হতে পারে।

শান্ত শ্লথ সাবলীল মানুষের গ্রাম।
ঝোরার ভেতরে কলসি গেঁথে
মহুয়া পাতন করে ধীবর রমণী।
দূরের শহর থেকে এসেছে ট্যুরিষ্ট পরাশর।

এইখানে পোরসিলেন, এইখানে পরিত্যক্ত খনি হিসি করে।
যাদুগোদা মুসাবনি রংকিনী মন্দির ঘুরে এসে
করমগাছের নিচে ব'সে তুমি কি ভাবো যুবক?
পাথরের ওপর পাথর চেপে যে ঘর বানানো হয়েছিল
আজ পোড়ো ভিটে।
নতুন নারীর সাথে তৈরি হয় রাঙামাটিঘর।

চলমান জলসড়কের দেশে মত্ত দ্বিপ্রহর
পৃথিবী নীরব হ'য়ে উপভোগ করে।
এইসব লিঙ্গোদরসর্বস্ব সরল মানুষের নড়াচড়া
লক্ষ করে জঙ্গলের বিবর্ণ টোটেম।

রৌদ্রমেঘে শেষবার জ্বলে ওঠে তেজস্ক্রিয় হেম।
ঘরকুনো সত্যদ্রষ্টা জিরো ওয়াটের স্বপ্নে ডুবে
ব্রহ্মাণ্ডকে তার নিজ চৌখুপ্পিতে অন্তরীণ করে।
হুইস্কির গেলাস থেকে চলকে পড়ে সূর্যাস্তের রক্ত।
সুবর্ণরেখার জলে নেমে মত্ত শহুরে ভাবুক ছ্যাখে কার
চিতানাভি ভেসে যায়—পাজামায় ঢোকে বেনোজল

রূপকথার নিষ্ঠুরতা ও বহ্নিশিখা

বহ্নিশিখা, তুমি শুধু স্বপ্ন নও, স্বপ্নের রমণী তুমি, মাঘে
উষ্ণমণ্ডলের রাতে এনেছো সাপের গন্ধ, কাপাসতুলোয় ভরা মাঠে
শুয়ে আছে যে যুবক বৃষ ও অশ্বের তুলনীয় নয় বরং শ্বাপদ
তুমি তার স্বপ্নে কেন বারবার স্তনযুগ যোনিজঙ্ঘা অধরোষ্ঠ নাভি
নিয়ে জেগে ওঠো, সুরকন্যা নও, জরৎকারু তুমি ?
কোমল পাপড়ির স্তূপ, বহ্নিশিখা, পিপীলিকাভুক তুমি নও
অরণ্যবাসিনী তুমি, কেউ স্বর্ণমৃগ কেউ ছদ্মবেশী যোগী, সূর্পনখা
মায়ায় নিদ্রিত ঐ দ্বীপপুঞ্জ চুমু ঘাম কান্না রক্ত গোলাপের লাবণ্য জড়িয়ে
জেগে ওঠে, উর্বশীর অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ে এলারঙ ডিমের কুসুম
তেল গোবর ও গদ
শিশু ও দস্যুর মত দুঃসাহসী অভিযান বেছে নিয়েছিল এক কবি
ঘুমের গভীরে ওর বাণিজ্যজাহাজ টালমাটাল বুঝি পরিত্রাণ নেই

ফার্ণকুকুরের নিষ্ঠুরতা তুমি শিখেছিলে পাহাড়ের রূপকথা থেকে
অথবা জলের নানা জলাঙ্গিরাফের কথা মনে পড়ে যায় যারা তোমার
মদির
কুহকলতার ফাঁসে জড়িয়ে মরেছে আজো গোরু ও ঘোড়ার স্নান
দেখা ভুলে গিয়ে
সিন্ধুরূপসীর প্রতি মানুষের জলমগ্ন আলিঙ্গনপ্রয়াস মরেনি
ওড়ে মরা পাতা ওড়ে বীজ ওড়ে শাদাকাক, লিনেনের মত ফিকে, নিচে
তৃণভূমি
গুবরেশালিখ ভেড়া উড়ে গেছে, প্রত্নইদারায় কিছু দুঃখিত পাপড়ির
জীবাশ্ম রয়েছে প'ড়ে, রাজার হাড়ের ভস্মে জেগে ওঠে এ কোন মায়াবী ?
তুমি কি দেখেছ তাকে, বহ্নিশিখা, গুম ও গুমখুন করতে না পেরে যে
জলার কিনারে বসে হু হু করে কাঁদে ?
মানুষেরা দেখেছে বসতবাড়ি পাতিহাঁস মেঘলা আকাশ আর
দেখেছে তোমাকে
না তুমি নিষ্ঠুর নও, ডালিমের রক্ত খেয়ে মূর্চ্ছা যাও দিশেহারা রাগে

বহ্নিশিখা, তুমি কারো মাতা নও

শহর কোথায়, আমি রক্তে ডোবা কালো পাথরের টুকরোগুলো
ছিটকে যেতে দেখি, ওরা ধাবমান টায়ারের আগুনে আদরে
গুলিয়ে ফেলেছে মাথা, ঘুমকাতুরে নেই আর, লোহার শীতল
কামনায় জর্জরিত, পাতালসরণি স্বর্ণস্বপ্নের চাতালে
বিছানা পেতেছে। বহ্নিশিখা নাকি অন্য কিছু নাম ছিল তোমার ?
দেবতার কণ্ঠলগ্ন নাগকন্যা, স্বপ্ন তুমি কলুষ করোনি, মনীষার
সমাধিশিকড়ে আজো জল ছেটায় মাছ নয় পারিয়া কুকুর লেজ দিয়ে।
যুদ্ধ না, রক্তের শিশু, বহ্নিশিখা, তুমি কারো মাতা নও, শীতের দুপুরে
ছারখার হয়ে যায় শতাব্দী বছর দিন বৃষ্টির মিথুনমালা, মৃত
নির্জন চোয়াল, মাঠে একটিও শিরস্ত্রাণ পড়ে নেই, জঞ্জালকুড়ানি
তন্বী কেউ আসেনি এদিকে, আজ পাথরের মাতামহী লাভা
বাতাসের শব খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, বহ্নিশিখা
কাঠকুটো জড়ো ক'রে চড়ুইমাতার মত রেত মল স্খলিত পশমে
ডিম্বপ্রসূ চিৎকার করেছ, স্বপ্ন নেভে না, মানুষ বারবার
তোমাকেই খোঁজে বহ্নিশিখা, তুমি যুদ্ধানুগ রৌদ্রকৌটো দুলিয়ে চলেছ
দূর থেকে। চিরকাল তুমি দূরে থেকে গেছ আপেললতায় অশ্বচ্যুত
বর্শার বলিষ্ঠ ক্রোধ ঘাসের শরীরে আজো খুঁজে ফেরে বন্যার কৌতুক।

মাণ্ডবী

ঘোড়া ওড়ে যুবকযুবতী ওড়ে বায়ুনৌকো জন্মজল ছেটায়
ভবঘুরে দড়বাজ শূন্যে মজাদার সব কসরৎ দেখায় আর তার
কুমারী কন্যাটি ভালকুকুরের পিঠে চেপে ওড়ে

ঘোড়া ওড়ে রক্তরঙ ঘোড়া ওড়ে শাদা ওড়ে নীল
যুবক যুবতী ওড়ে হলদে লাল কালো ও বাদামী
মাস্তুল নাগরদোলা উত্তাল জলের তাতে উড়ে বসে সিন্ধুবক ছোঁ মারে
চেঁচায়
বিধ্বস্ত ঢেউয়ের কাঁধে চেপে বসে চমৎকার খুঁটে খায় চোখ
রঙিন মানুষ ঘোড়া ভালকুকুর ওড়ে আর বায়ুনৌকো জন্মজল ছেটায়
এরকম খেলা চলে যে অব্দি না সন্ধে নামে তারপর সবাই ফেরে
যার যার কেবিনে
দুঃসাহসী নয় তবু একরকম খেলা শুরু হয় চুপিসাড়ে
ঢেউ ফোঁসে ভিজে হাওয়া ফোঁসে আর ঘুমন্ত জাহাজখানা
টাল খেতে থাকে
কেন একা বসে আছো অভিমানে অন্ধকারে, যাও
যেখানে মানুষজন খেলা করে, এসে বসে, নারী ও জলের গন্ধ শোঁকে
বালকেরা ঘাসবীজ শিশুকোঁচো সরপুঁটি নিতে এসে তারা শুনে ফেরে
যেখানে মানুষ তার যন্ত্রণার মড়াটাকে পুড়িয়ে মৃদঙ্গে বোল তোলে
যেখানে সূর্যের ঘোড়া জমকালো লেজ তুলে বলে, এসো, জন্মজল ছেটাও,
অশ্রুর শামুক ভেঙে মাতাল নাবিক দেখতে পায় এক ঘুমন্ত নারীকে
সত্বর সেখানে যাও, গরুর ঘণ্টার মত শব্দ করে নদী, বাঁকা চাঁদ
থেকে ঝরে দুধআঠা, যেখানে গোলাপঝাড়ে রক্তপায়ী রুমালের ঠোঁটে
দূর্বা লেগে থাকে, যাও জলইঁদুরের কাছে রাতের চিংড়ির বালুচরে
জীবন নিষিদ্ধ নয় ছায়ার বাসিন্দা কেউ নয়, দ্যাখো রাতের রামধনু
ছড়ায় আকাশে জলে আবিরের পলেস্তরা আঘাতের কারুকার্যে ভাঙে
হইচই করে ওঠে রাতের বন্দর, শিশু ঘুমে কাঁদা, মানুষের নারী
মোমের আলোর কাছে রাঙা মথ যেন ডানা ঝেড়ে চলে মৃত্যুর আরামে

মাণ্ডবী নদীর তীরে আলোর উদ্যান
শেকল ভাঙার গান সমুদ্রপাথরে
রুপোলি মাছের লোভে ওড়ে মেছোবক
পা ছড়িয়ে মদ খায় জোসে মাতুয়েস
উদ্দাম হাওয়ার রোদ দারুচিনিময়
শালুক বকুল নিয়ে বসের সিঁড়িতে
বসে আছে কাছাদেরা ম্লান দেবদাসী
ইতস্তত জেগে আছে বণিকের যীশু
নারকেলবাগানে নাচে উচ্ছল গীটার
কাজুর চুলুর ঝাঁঝ নাকে এসে লাগে
গণিকা বানাচ্ছে বুঝি পর্ফেক্ট রেশোর
চলে যেতে গিয়ে ফের ফিরে ফিরে থেমে
জলের উচ্ছ্বাস দেখে একলা কুকুর
নগ্নিকা ঘুমিয়ে, তার সোনালি পাছায়
চুমু খায় তরল ধাতুর মত রোদ
ভীতু কাঁকড়াগুলো খোঁজে বালির ফোকর

এবার এখানে এসে মনে হ'লো মানুষেরা অনুভূতিশীল
বেলুনের মত উড়ছে মীরামার ভ্যাগাটর কোলবা ক্যালাঙ্গুটে
সমুদ্র দেখেনি কেউ সময়ের নৃত্যরত গোড়ালি দেখেছে
লবণের দুধ খেতে এসেছে কুয়োর ব্যাঙ, ও কি জানে মৃত্যু খুব কাছে ?
মধুচন্দ্রিমার নারী চেয়েছে জ্যোৎস্নার জলে ঘোড়ার ভ্রমণ, ও কি জানে
যে নীল সমুদ্র নয়, জন্মের আদিম অন্ধকার, ও কি জানে
মৃত্যু লবণাক্ত তাজা পমফ্রেটের মত, মৃত্যু রৌদ্রগন্ধময়, মশলাদার ?

ডোমকাক ও বহ্নিশিখা

মৃত্যুর আরেক নাম ডোমকাক, বহ্নিশিখা, তুমি তাকে ভালোবাসো জানি।
তন্তুজাল রাগী ফেনা, মাংসরক্ত ডহরপানিতে ভাসে ঢোঙা
সাগরের মত তুমি ডাগর জিনিষ তুমি নাবিকের কম্পাস ও মদ
নাভিগর্ত থেকে উঠে ফোয়ারা আবার ডুবে যায়, নদী পারদের সুতো
হয়ে উঠে যায় উষ্ণ জরাক্রান্ত দেশে,
ওখানে রয়েছে ঘুম এলাচের গাঢ় গন্ধ সিন্ধুপুঁটি টুপি ও টুমটুমি ;
তবু তুমি ভালোবাসো ডোমকাক, বহ্নিশিখা, মাপুসা শহরে
নিরালা রঙিনবাড়ি চেয়েছে মানুষ, তাকে পাঠিয়েছে বাদেজে নিদ্রায়।
শ্যাওলার সোনালি কাঁথা মুড়ি দিয়ে কারা যেন মাণ্ডবীর পাশে শুয়ে আছে
নারকেলবাগানে ঝিলতে চাঁদ হাসছে,

ঢলকো পাজামাপরা বুড়ো এক উদোম মাতাল
কাকে যে টিটকিরি দিচ্ছে, ফোকলা মানুষেরও ছিল অর্থপূর্ণ ভাষা
ছিল নারী, ছিল না বিছানা শুধু, স্বপ্নাদেশে একদিন গিয়েছিল জলজ প্রবাসে,
ভুলে, জাহাজের কাঁটা থেকে চোখ তুলে

চেঙমুড়ি কাণী নয় দেখেছে তোমাকে বারবার।
তোমার পা-পদ্ম হাঁটে সমুদ্রশ্মশানে। ওরা নিঃসঙ্গ নাবিক, ওরা

শুঁকেছিল মৃগমদ দেখেছিল পুঞ্জালক মেঘ ;
ভূতপেত্নির দ্বীপে খুঁজে পেয়েছিল পাতকুয়ো, ঘড়া নামিয়ে তুলেওছিল

হিরণ্ময় চকমকি পাথর।
কোথায় তৃষ্ণার জল, তেজস্ক্রিয় ভস্মের কলস কাখে উঠে এল জলপরী,

বহ্নিশিখা, তুমিও কি পাতলবাসিনী
জলের বিড়াল ও কি তোমার বাহন ?

বলগা হরিণের খুর ঢুকেছে বল্মীকে, এই তুচ্ছ দৃশ্য ভুশণ্ডি ভোলে না
শ্রান্ত ক্লান্ত নাবিকেরা সিন্ধুমাঠ ভেঙে ভেঙে দেশে ফেরে ভেদবমি মারীর

মরশুমে
ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে উরু ভগ পয়োধর—হাত গ্রীবা মাড়ি চোখ চুল···
ভুশণ্ডির চোখে ফোটে আলোর ঝিলিক !

মৃত্যুর আরেক নাম ডোমকাক, বহ্নিশিখা, তুমি তাকে ভালোবাসো জানি

মদনিকা

শিমুল তুলোর মতো ধূমপায়ী নারীর হৃদয়
উড়ে যায় বারুদবিপন্ন দেশে গুপ্ত পরিখায়
ওড়না চুমকি জড়ি ছিঁড়ে তবু মেদমাংসের বাবুই-
বাসায় জোনাকি জ্বেলে তুমি জেগে আছো বহ্নিশিখা

মেরী নাকি মদনিকা প্রদীপে ও কার রক্ত জ্বলে
বাগানে ছড়িয়ে পড়ে গর্ভবতী পূর্ণিমার বমি
কামাতুর রমণীরা মুখ ঘষে রেশমী বিছানায়
চোখে পড়ে ডাকবাংলো টিলার নিরালা বন্যভূমি

এইসব যুবতীরা মাদী ঘোড়া হতে চেয়েছিল
ওরাই নিষিদ্ধ নেশা করেছিল মাপুসা শহরে
ঘড়ির গলিত মোম ওদের শরীরে লেগে আছে
সৈকতের শাদা ফেনা ওরা স্থপতির খরশান
আগ্নেয় পরাগ খেতে খেতে এই কসম খেয়েছে
এ জন্মেই হতে হবে নাগকন্যা পরী কিংবা ডান

পাণ্ডুলেখ

প্রণয়ঘটিত মৃত্যু পাণ্ডুলেখ ডেয়োপিঁপড়ের ডিম আজো
হাত ধরাধরি ক'রে হাঁটে
হাই তুলতে তুলতে জটাবুড়ি
তুড়ি মেরে ডেকে আনে দাঁতাল ললনা
ওদের বিলোল চাহনিতে
ভস্ম হয় মাপুসা নাগরী

বহ্নিশিখা, ওরা নটী, নাকছাবি ভালোবাসে, নোঙর জানে না
ওরা প্রতিহিংসা ভালোবাসে
কাজুর চোলাই কাকড়া লিঙ্গরস ভালোবাসে
উরুতে চাপড় মেরে খলখলিয়ে হাসে, ওরা উঠোনের
ঝরা বকুলের বিছানায়
চাঁদনী রাতে নগ্ন হয়, কাছে দূরে শাদা ক্রুশ জ্বলে

ইগুয়ানা

ঋতুমতী ইগুয়ানা থুতু ছিটিয়েছে ব'লে আজ মানুষেরা ছায়াপথে
এসে দাঁড়িয়েছে এই শুশুকসমুদ্রঘেরা মায়ার বদ্বীপে হিজলিবাদামের দেশে

শবগাদা থেকে একটি শব্দ তুলে এনেছে শকুন, যার নাম বিবমিষা
ক্লান্তিতে ঘুমোয় যারা আসলে তাদের নীল ধমনীতে মিশেছে বিষমূন
নারীর খোলস ভেঙে ওরা খুঁজেছিল স্বর্গ বিনিময়ে শিশুসাপে মোড়া জলভ্রূণ
পেয়েছিল ব'লে আজ স্বপ্নে অভ্র পাহাড়ের আলো দেখতে পায়

ওরা স্বপ্ন দেখে বর্শা অশ্বারোহী ধুলোর বাতাস তূর্য অহঙ্কারী ঝড়
শ্যাওলাকবরের পাশে মিথুন গীটার চাটু পশুচর্বি শিশুমল কোলিয়পটেরা
অনেক দেখেছে, ওরা এইবার মূর্চ্ছা ভেঙে যদি জেগে ওঠে তবে সমূহ ভণ্ডুল
ইগুয়ানা, একমাত্র তুমিই পারো এইসব নিদ্রিত দানোর স্বপ্নে ফসিল ফলাতে

তোমার হৃদয়

বহ্নিশিখা, তোমার হৃদয় আজ পিগারির আঁশটে গন্ধ মাখা
তোমার রভসতীব্র নীল চাহনিতে ভস্ম হতে হতে অগুনতি মানুষ
রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে, তুমি রণস্থল থেকে বনস্থলী
দাপিয়ে বেড়ালে কত, রাতের শিমুল ডালে মৃত্যুকামী উল্কা এসে পড়েছিল
তুমি সেই ভূশায়িত উল্কার হৃদয় ফেটে রক্ত ঝরে পড়তেও দেখেছ
সেই চাপা হাসি আজ তোমার হৃদয়ে ঘাসফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে
তোমার হৃদয়ে নাক গুঁজে আমি পিগারির আঁশটে গন্ধ পাই
এখানে শূকরদের তরতাজা মাংসপিণ্ড থরে থরে সাজানো রয়েছে
যেইসব শূকরেরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুরে বেড়িয়েছে
মলমূত্রময় ভুতিআমানির মাদক আঁদাড়ে
তোমার হৃদয়ে আমি যতবার কান পাতি শুনতে পাই শলাবেঁধা লক্ষ
শূকরের আর্তনাদ
এরা ঠিক যুদ্ধমৃত নয় এরা রতিলোভী ছিল না মোটেও, শুদ্ধ জন্মজীবী এরা
দূর মৃগকস্তুরীর
গন্ধটুকু পেয়েছিল যেই অমনি তপ্ত লোহা নিয়ে ছুটে এসেছিল পেশল কসাই

বহ্নিশিখা, হয়তো বা তোমার হৃদয় এরা রাঙা আলু ভ্রমে খেতে এসে
স্তব্ধ হোলো, চিরজন্ম, এইসব শূকরের সন্তানসন্ততি মৃগশিশুজন্ম নিয়ে একদিন
ফিরে আসবে জানি,
তুমি সেদিন অন্তত
ফলবতী বৃক্ষ হয়ে মাটিতে আমলকি ঝরাবে না ?

প্রতিহন্তারক

তুমি জন্মমৃত্যুর মাপুসা যদি হতে
মনে করো তুমি জন্মমৃত্যুর মাপুসা

চামেলির পাপড়ি ঝরে পাজামায় হত্যা যে জানে না
শুধু প্রতিহন্তারক যে যুবক বহুভ্রূণবীজী রমণীর
তার কাছে সোহাগশর্বরী বলে কিছু নেই, কয়েকটি রক্তমাখা রুমাল
রয়েছে

সমুদ্রস্তনিত জন্মমৃত্যুর মাপুসা নগরীতে
সে যুবক কাকে খোঁজে
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যে বিষের ভাঁড়ে চুমুক দিয়েছে বারবার
হিংস্র বাদুড়ের মত অনেক পদ্মের রক্ত খেয়েছে যে আজ তার চোখে
ঘুম নেই

মনে করো তুমি জন্মমৃত্যুর মাপুসা
গির্জার ঘণ্টার মত ধাতুস্তব্ধ দিন
আকাশে ভারুই ওড়ে বেজে চলে কালের মঞ্জীর
জন্মের ছায়ার মত মৃত্যুর আলোর মত নীল
এক জীবনের চেয়ে ঢের বেশী অর্থবহ নদী বয়ে যায়

বহ্নিশিখা, তুমি সেই নদী ?

শাশ্বত চড়ুইভাতি

মানুষ হৃদয়বান বলে আত্মঘাতী হয় মানুষ দয়ালু তাই মরে
বীজ ছড়ানোর কাজে তার এই মনোযোগ
তার সোহাগের রঙে রাঙা এই নদীনালা বাগান খামার
সবই এক দয়ালু মৃতের কথা বলে

শুধুই হৃদয় নয়, আত্মঘাত নয়
শুধু সেই দয়ালু মৃতের কথা নয় জেনো
মানুষের শাশ্বত চড়ুইভাতি হয়ে থাকে মাপুসা শহরে
সকালে সে শিশুদের সাথে খেলাধুলো ভালবাসে
দুপুরে সমুদ্রে শুয়ে জেলি শামুকের গন্ধ পায়
বিকেলে বিষণ্ণ হয় পা ছড়িয়ে মদ খায় তীরে
ঢেউয়ের গজরানি শোনে অথবা শোনে না
মাথার ওপর ওমানের চিলতে চাঁদ দেখা দিলে
অলস মুঠোয় তার অঢেল সুগন্ধ ঠোঁট স্তন কুর্মযোনি উঠে আসে
তবু সব তুচ্ছ শুধু চোখে তার দরিয়ার ভাসমান পিপে
'এরা এই জন্ম নয় অন্য এক মাদক জন্মের অন্ধকার
বয়ে নিয়ে চলেছে কোথাও' বলে মনে হয় তার

তারপর একদিন ব্রিজের তলায় ভেসে ওঠে তার লাশ
জ্যোৎস্নায় হোঁচট খায় লকগেটে, উবু হয়ে শুয়ে থাকে জলে
মানুষেরা থমকে থেমে সেই দৃশ্য ভাখে ঝুঁকে প'ড়ে

গণিকার হাড়

পাথরের মত মৃত্যুবরণ না করো যদি ফেরো মাপুসায়
চরাচর বোবা নীল
তিমিটিমি ওখানে ঘুমোয়
ডোনা পাউলার জলে খেলা করে চাঁদ
এই উষ্ণ মাপুসার চাঁদ
লম্পটের ফুস্কুরির মত
এইদেশে তোমাকে পাবে না কেউ
লম্পটেরা পাবে শুধু কাজুফেনি আর
কুকুরের মত মুখ নাচিয়ে সশব্দে খাবে গণিকার হাড়

কবরের পাশে এক যুবতী প্রস্রাব করে অন্য যুবতীরা গান গায়
এইসব যুবতীরা খালি নয় পমফ্রেট রোশার যেন
ঝাঁঝালো মশলার পুর বুকে নিয়ে নাবিকের পিরিচে ঘুমোয়
ওরাই আবার
পর্যটন বিভাগের বারান্দায় পুচ্ছ তুলে নাচে

বহ্নিশিখা, ওরা সৈকতের ভুখা নিঃসঙ্গ নেড়িকুকুর
সিন্ধুজলে স্মৃতি নয় খুঁজেছে পুরীষ বারবার

চাঁদা মাছ

জীবনকে কারো কারো চাঁদামাছে রোদের ঝিলিক বলে মনে হয়েছিল
সেইসব চিন্তাভাবনা নৌকোডুবি হয়ে গেছে জুয়ারির জলে
কবরে গজিয়ে উঠছে পর্তুগীজ রমণীর চুল
চোখে পড়ে ম্লান গির্জা দুপুরের নিঃঝুম কামান
দূরে ক্রেন—লোহামাটি ভেসে যায়—জ্যোৎস্নায় শাম্পান

পর্যটক—জলদস্যু নয় কেউ—হয়তোবা সমকামী সস্তার হুজুগে
খোলামেলা
হাওয়ায় ফুলের গন্ধ—বমি পায়—প্রচুর চরস টেনে
মূর্ছা যেতে চায় ওরা বালিতে সুদূর ক্যালাঙ্গুটে
কিরকম জালা তবে জুড়োতে এসেছে ওরা উষ্ণ দেশে
পমফ্রেটকুমারীদের লোনা গুল্মলতামাংস খুঁটে?
মনে হয়
প্রকৃত কবির মত বিবেচনাহীন মৃত্যু খুঁজে
ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে আঞ্জুনায়

ভ্রমণ মৃত্যু

সমুদ্র গভীরায়, তীরে মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি একা
কি করে এসেছি এই মরুদেশে জানি না কোথাও কেউ পরিচিত নেই
মধ্যরাতে আমার কুকুরভীতি জেগে ওঠে, কে তুমি বান্ধব
সঙ্গ দাও মদ দাও ভালোবাসবার মতো থাকে যদি নারী

রাতের মেঘের রঙ এমন উজ্জ্বল হতে পারে ?
মৃত্যুভয় থেকে যারা পরিত্রাণ চেয়েছে মিথুনে
ঘুমে যারা নিজ নিজ কাঠমুণ্ডু খুঁজে পায় জুঁইয়ের জঙ্গলে
এখানে তাদের সাথে দেখা হ'ল নিশীথভ্রমণে
এইসব কবন্ধেরা মৃত্যুদণ্ডিতের দেশে হাততালি দিয়ে গান গায়
নেফারতিতির দেশে যাবে এই রেলগাড়ি
ভিড়ের প্ল্যাটফর্ম নাড়ছে হাজার রুমাল
কোথায় যাবার যেন কথা ছিল কার সাথে যেন কার খোঁজে
শুধুই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, নুড়িপাথরের গায়ে খুঁজি
শতাব্দীর জোনাকিপ্রতিভা
হুইসিল বাজিয়ে ওরা চলে যায়, ধুলো থেকে মুখ
তুলে আমি দেখতে পাই সারসার হাড়কাঠে
মাথা গোঁজা ওরা ক্রীতদাস
কে তবে কোথায় গিয়েছিল ? এই উজ্জ্বল রাতের দেশে
সিন্ধুতীরে কে ভ্রমণমৃত্যু চেয়েছিল ?

সুদূর হাঙরহীন

সমুদ্রের তীরে যারা এসেছে শৈবাললোভী ওরা সকলেই দেবদাসীদের সাথে
কালরাতে গল্পগাছা করেছিল ইঙ্গুদিতেলের বাতি জ্বেলে
ওদের ফুসফুসে আজ জেলির উদ্বায়ী গন্ধ অল্প পড়ে আছে
সৈকতের বালি ভেঙে চলেছে নিষ্কর্মা এক সাইকেলআরোহী
ওর চোখে তারা নেই ও তবু খরিদ করে মৎস্যগন্ধা রমণীর রঙবেরঙ কড়ি
ওর হৃদয়ের মধ্যে আছে কিছু অভ্রান্ত আঙুল নখ থাবা
চাকার চুমোয় আর্ত লবণবুদ্বুদ ফেটে যায়

মনে হয় এ পৃথিবী উড়ুক্কু মাছেরও
মৎস্যকুমারীর দেখা পাবে বলে যেসমস্ত অর্বাচীন এসেছে এখানে
দিনে অন্ধ, শর্করা ও মদ ছুঁয়ে দেখেনি কখনো, শুধু অমরার
শ্যাওলা খেতে সৈকতে এসেছে
সুদূর হাঙরহীন সমুদ্রের ছবি ওরা ওদের নিজস্ব ম্লান
রতিজড় নারীদের মানচিত্রে দেখতে পেয়েছিল
ওরা চায় অমরাবতীর শ্যাওলা অলস আঙুলে নেড়েচেড়ে
নারকেলকুঞ্জের মত ট্রপিকাল গণিকার লোললাস্যে ভরপুর
রোমশ ও নিতম্বিনী সময় ওড়াতে

সূর্যের জননরস উগ্র তন্বী উপকূলে পাথরবিনুনি হয়ে আছে
গুল্মলোভী মানুষেরা সে সব পাথরে ব'সে ঢ্যামনা বকের মত
বেগনী কল্লোলে খোঁজে সুস্বাদু ঝিনুক
অলাতচক্রের মত জীবন কাবার ক'রে দিতে বোকা বাণিজ্যবিহীন
যেসব একলষেঁড়ে এসেছে এখানে ওরা সবাই খাঞ্জা খাঁ
এক কপর্দকও দিতে রাজি নয় সমুদ্রবায়ুকে ।

সার্বভৌম বীজ

এই নারী মাপুসার নীল নদীর মত
দু'পার ছড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রে মিশেছে
এই নারী নাচে গান গায় কাঁদে হাসে আর বয়ে যায় জলের মতন
গোপন নিঃশ্বাস ছাড়ে মাপুসার মতো এই নারী
সেইসব গাছেদের মতো যারা মর ও নিঃশেষ তবু কাজুবাগানের
বমির গন্ধের মত মেছুনি রূপোলি খালিবিয়োনো বালিকা
সব মৃত প্রেমিকের নৈশ পুনরুত্থান চেয়েছে এই নারী
নেশালু ডোমের মত সদাশয় সময় পেরিয়ে স্পর্শসুখ
মাটি ও ঘাসের মত সার্বভৌম বীজ ছায়া হাড় ও হাওয়ার নটরাজ
নিদ্রার গভীর জলে নৃত্যরত অল্প দূরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হাঙর

এই নারী পাথর ও ঝোপের স্নান ভালোবাসে আষাঢ়ে জ্যোৎস্নায়
বড় হিংস্র জলঘোড়া অতিমৃত্যুময় এই দেশে
এবং কচ্ছপ যার খাদ্যতালিকায় জলগুল্ম নয় মাপুসার নরম শেকড়
ঝিনুক ও আগাছার সমন্বয়সাধন করেনি এই নারী
শ্যাওলাকবরের গায় কালো হলদে বিষধর সাপ সোঁদা ঠোঁট
নির্জন কড়ির মত নগ্ন চোখে তাকায় আবার

এই নারী মাপুসার নীল নদীর মত
দু'পার বিস্তার ক'রে যেখানে সমুদ্রে মেশে শিশি নয় কদাকার
জন্তুর খোলস জেগে ওঠে
স্মরণাতীতের হিংস্র পিছল দাঁড়াশ নয় এই নারী ভালোবাসে জেন্টু পেঙ্গুইন
মৃত্যু জানে সময় জানে না যেই ভীরু রাঙামাছ
যে অনন্তজ্ঞানী বাদুড়ের ডানা আজও শব্দহীন
বিষুবের সিন্ধুভাগিনেয়ীদের বিলোল লেজের ঝাপ্টা খেয়ে
সে পাথর মেরুন হবে না কোনোদিন

ঘোড়া ও মাপুসা

যাকে তুমি জন্ম দিয়েছিলে
তারা কান্না শুনেছ কোনোদিন ?
সে এক ক্ষ্যাপা আমুদে জন্তু
যার থাবায় কালো রক্ত গাময় মরা এঁটুলি
যে মসলিন ছায়ামূর্তিকে তুমি ভেবেছিলে মৃত্যু
সে এক ধূসর নগ্ন গোধূলির ঘোড়া
রক্তাপ্ল
জকিহীন

অবশ বাদামী অন্ধকারের নোংরা রঙিন জিনিয়া
মিনারসিঁড়ি মাধ্বমীন নভোমণ্ডলের মেশিন
তোমার অজান্তে তোমাকে প্রদক্ষিণ করে
কোথায় তোমার জিপসিযুবতীর আদরথুতুর সংক্রাম ?
তোমার মুকুট নিয়ে যারা খেলা করেছিল
শনাক্ত করো তাদের গুড়োকঙ্কাল
পদ্মনাল সরিয়ে খোঁজো শিশ্নপরিধি

বিলোল ব্যাধের দ্বীপে পথ হারিয়েছিল ওরা
মেদলমেছুনির উরুসন্ধিতে শৃঙ্গারভীত আজ
দুহাঁটুর মধ্যে মাথা মাতাল কনুই গুঁজে কাঁদছে

মৃত্যুর শহর

বিদায় মাপুসা
যদি
নিষ্প্রদীপে জেগে ওঠো কুয়াশা শহর
আচম্বিতে
ঘুমের মেদুর রঙ লেগে থাকবে শরীরে তোমার
ছিটে রক্ত উচ্ছন্ন পালক
মাঘের হাওয়ায় উড়বে ভুতুড়ে বাংলোর লতা ফাঁসের ইশারা
লবণবাতাস তার অদৃশ্য কুমারীদের মাকু দিয়ে
পামবাগিচায় বুনবে তাঁত
অদূরে নাবিকশূন্য জাহাজের জলভাঙা শব্দের ভেতর
পাখির ক্ষুধার আর্তনাদ মেশা জলঝাঁপ শুনতে পাবে তুমি
নৃশংস নারীর চঞ্চু খুঁটে খাচ্ছে মদালস পাণ্ডাশের মাস
বৃথাই শৃঙ্গার
পালিয়েছে উর্বরতা
সিংহাসন ছেড়ে সাধু গিয়েছে পর্বতে
দৈববাণী শোনা যায়
মাপুসা, অঙ্গাররক্ত ধুয়ে যাবে উল্লাসে আরাবে।

পোতাশ্রয় প্রসবব্যথার শুধু উপশম করে
পরদেশী জলযুবকেরা
ঘৃণ্য আদিপুরুষের অস্থিসন্ধি বেয়ে
নিরাপদ পাতালপ্রবেশ ভালোবাসে
হত্যাকারী যদিও জানে না তার পাপ লেগে দগদগে স্বদেশ
দৈবজ্ঞ আসবেন কবে
মৃত্যুর শহর
নাবিকেরা
ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেলে পৌঁছবে বন্দরহীন তীরে
যেহেতু তোমার জন্ম

তোমারই শেকড়গোঁজা মাটির ভেতরে
তুমি অন্ধ হবে
আর
তোমার ঘুমন্ত ঠাণ্ডা লাশ
শ্রমিকের নাবিকের নারীর গরম রক্ত
পান করবে কবরে খোঁড়লে

আদিম অন্ধকারের কুমারী

আদিম অন্ধকারের কুমারী, তুমি যাকে হত্যা করেছিলে
পাথরের ওপর ব'সে সে শুনছে সমাধিরাতের হাওয়ার শিস
ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও
পরীদের কান্নামেশানো লবঙ্গপাহাড়ের ঘ্রাণ
ছড়িয়ে পড়ছে
বিবমিষার শহর
জরাতমসার শহর, তুমি যাকে
হত্যা করেছিলে, দম্ভ ছাড়ো, ফিরিয়ে দাও

মায়াঘুমের নিরীশ্বর শহর রৌরবের
মুমূর্ষুর ক্রোধ তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?
যদি বাণিজ্যের অনুচর মারীবাতাস তোমাকে ছোঁয়
ঝিরঝিরে জলকণায় কলুষরক্ত যদি ধুয়েও যায়
মৃত সিংহাসনকে প্রদক্ষিণ ক'রে গান গায় উলঙ্গ কুমারীরা, যদি
অপরাধের আলো
সেনাপতির ঝলমলে পোশাক
যুবরাণীর মদির চোখ
গ্রাস করতে চায় তোমার উষ্ণ মাংসের অর্দ্ধসুপ্ত জনপদ
তুমি কি করবে
ফার্নের সবুজ
কবরের সোনালি, কি করবে তুমি ?

কলহমৃত্যুর সর্পজড়িত হাঁসফাঁস
আড়াল হ'য়ে আছে ভূগোলের অরণ্যসুষমায়
ঘোড়ার খুর বলীবর্দের ঘণ্টা
ঢেকে দিচ্ছে কঙ্কালযুবতীর মধুকণ্ঠের সুগন্ধ সিরসিরানি
কি করবে তুমি
রঙিন মুমূর্ষুদের গন্ধহীন বিষুবে ?

অনার্দ্র বোঁটাসম্বল বুক
লোলচামড়ার বসা নিতম্ব
নিঃস্পন্দ খটখটে যোনির পৃথিবী থেকে
বার্তামুখর ছবি ভেসে এলেও তুমি নির্বিকার
ফেনাজলে নয়নাভিরাম নাভিস্নান
রতিঘুম সেবনমূর্চ্ছা
সীমিত আত্মঘাতের নৌঅভিযান চালিয়ে যাবে ?

খেতো ঘোড়ার প্রস্রাবের ঝাঁঝ তোমার সড়কের শিরায় শিরায়
অরণ্যজলের নবর শেকড় হামাগুড়ি দিচ্ছে
বালিকানদীর মধুকর্দমে
সমস্ত বেগনিগাছের কার্নিশে
গুবরেপোকার মখমল দিন
উন্মাদ কিশোরীর ক্ষতস্থানের মত
নৃশংস সুন্দর কাঁটাফুল

তোমার নারকেলবাখির অগোচর ডাকসাইটের শিস্নিদের
জালা জালা অশ্লীল মদে আর লতাঘেরা বুলবুলির বিছানায়
আর কত প্রতারিত হ'ব ?
আয়নার মধ্যে ফুটে উঠছে তোমার ডালিয়াপল্লীর অভিপ্রায়
ডিঙিনৌকোর আনাচেকানাচে উঁকি মারছে মৃত্যুর মাসতুতো বোনেরা
উদোম নীলিমার নীচে গড়াচ্ছে তোমার পচাগলা শঙ্খমেদ
অভ্ররোদে তোমার কুকুরঘুমের কবরপিচুটি ঝিকমিক করছে

বিদায় মাপুসা।
আঙুর আওরা উইয়ের মিশেস অনুভবের মত
আগাছাভুক কদাকার জলপ্রাণীদের সাঁতারের মত
স্মৃতির সান্দ্র ছলনার সন্দেহের পশনরম হাত
যদি তোমাকে ছুঁতে চায়

ধরা দিও

বাকলে নখের দাগ

এই কবিতার বই তোমার জন্যেই লেখা, অথচ তোমাকে কি করে জানাই, এই
চন্দ্রমল্লিকার মত বহুবর্ণ ক্ষত
যদি ফেরাও তোমার মুখ, ভয় পাও নিজেকেই দেখে
এই প্রসাধনগ্রন্থ, মায়ার দর্পণ, একে কিরকমভাবে নেবে তুমি

তুলোর শয্যায় কাকড়া উপদ্রুত রতিঘুম বাতাসে ফোকর
ইচ্ছে ছিল মীরামারে নীল জলোচ্ছ্বাসে
জালাজালা হলাহল মৃত্যুর বিধর্মী প্রেম কড়ি ও পক্ষেট
ইচ্ছে ছিল।
আজ দেখি উন্মাদের চেতাবনী উড়ে যায় ভোরের বাতাসে

এখানে মানুষ মরে মলমাছিময় বুড়ি সকালের রোদে
সব মৃত মানুষের মতই অসুখী ওরা ফিরে ফিরে আসে
কর্কশ সমুদ্র থেকে ভেসে আসে ওজোন ও ক্রাচ
সূর্যাস্তে হোঁচট খায় জন্মান্ধ কেরানি, ঘুরে ঘুরে
ঘুঙুরের চাড় ফেলে জ্যোৎস্নায় শিকার খোঁজে গাভীন কুমারী
এর ঘামতেল মুখ ওর রক্তপ্রবালের ঠোঁট
ছন্নছাড়া কবি তুলে ধরে

এই কবিতার গ্রন্থ তোমার জন্যেই, এই সামান্য রচনা
তোমার শেকল থেকে মুক্ত হতে চেয়ে বারবার
শামুক জেলির গন্ধে বেসামাল এজমালি বালিতে ঘুমোয়

বাকলে নখের দাগ নগ্ন পুঁজ ফচকে ছোবলের উপশম
মৃত মোম, স্বপ্নে তিন হিংস্র নারী বগেরির মাংসভোজ সেরে
নিদ্র যায়, সকলের রঙিন মড়কে ওরা জেগে ওঠে ফের
মুঠোয় ধরার বীজ, ছড়াবে ফাটলে, জাগো অলস গণিকা
মৃত্যুর গোলাপ তুমি ভোরের সুগন্ধি বমি জমাট রক্তের পোঁচড়াদা

নারী

নারী তুমি শঙ্খবিষ, যদিও হৃদয় ছিল স্যাঁতস্যেঁতে শেকড়ে
শুরু হ'ল অসমোসিস, কে আর নক্ষত্রভস্মে ভয় পায়, শিস
দিয়ে ওঠে পাগলযুবক, বুকে ছলকায় করমচা রঙ, বধূ
কেউ নয়, জন্তুলোম, গুটিপোকা ভাখে ট্রাকে চলেছে রেশম।

তোমার শিশুর জন্য এনেছো হরিদ্রা তেল নোনতা দুধ মধু,
পেতেছো বাসরশয্যা রাতের বৃষ্টিতে তুমি ফুর্তিবাজ ব্যাঙ,
নৈঋতে বিবাহ ছিল আরশোলাদের গ্রামে শ্যাওলাপাথরে,
তোমার খোঁপায় গাঁথা ঝুমকোলতা, আর্দ্র আঁখি, মরণ তু শ্যাম

ঈশ্বর আছেন বসে গাছতলায়, সকলেই জানে তার ধ্যান
ভেঙে যাবে সামান্য ঘুঙুরে, তুমি যদি খুলে ফেললেই ঘুঙুর
তবে কেন এত বিষ, স্নায়ু কাঁপে, নলি কাটে রুদ্ধশ্বাস ক্ষুর;
রক্ত না রুমাল থেকে বারংবার ইয়াগোর হাসির হুল্লোড়ে

হ'য়ে ওঠো ডেসডিমোনা, ওথেলোরা ভয় পায় পালক পশম,
ভালোবেসে ভয় পেয়ে জাপ্টে ধ'রে শুয়ে পড়ে ঘাতক নিরিম

শুধু তার নাম

স্বপ্নের ভেতর আমি শুনতে পাই শুধু তার নাম
মৃত্যুলোভী যুবকেরা খেলা করে সমুদ্রের জলে
কে এক গেরস্ত নয়তো ভবঘুরে সন্দেহের ছলে
মন্দিরের কাজ সেরে নেমে যায় নর্তকীর হাটে
পলেস্তারা ঝেড়ে দেখি আমি ও সে মিথুনে মিলিত
অবিকল, মুখাঘাসে মৃতের রক্তের নোনাঘ্রাণ
কিছুই মরে না, আমি যতবার নাটমন্দিরের
সিঁড়িতে দাঁড়াই,, স্পষ্ট শুনতে পাই মেয়েটির নাম
নৌকো ও পাথর, ওরা কাজ করে, ছায়ায় রোদ্দুরে
প্রত্নচাকা স্থির, তুমি অস্থির আঙুলে বীতকাম
রাজার ফতোয়া খুঁজে বেড়িয়েছ ধুলোময় মাঠে
গবাদি খামার নারী সুতীব্র জুঁইয়ের রেণু ঘাম
শাশ্বত সব কিছু, আমি মরে গেছি, মেয়েটিও মৃত
স্তব্ধ নৈশগলিতে কে যেন ডেকে ওঠে 'মরিয়ম!'

গুহানারী

তোমার চাউনিতে ঐ জলে উঠছে বিষন্ন পাখির নীল তারা
রক্ত খেতে ভুলে গেছ আগেকার মত আর গুহানারী নেই
রোম নেই বুকেপিঠে বাঁকা নখও নেই তামাপাথর সময়
পেরিয়ে মিথুনমুদ্রা দিয়ে মজিয়েছ সভ্যতাকে, তবু আজ
তোমার দু'চোখে ওরা খুঁজে পায় ক্ষুধার্ত জন্তুর জংলা ফাঁদ
তুমি নখে শান দিচ্ছ, নাভিবিন্দু স্তন দু'টি করেছ অবাধ
এলোকেশী, খসে পড়ছে একে একে সভ্যতার যত অলঙ্কার
নগ্ন হও নগ্ন হও অনিদ্রারোগীর স্নায়ু ধূলিসাৎ করো
তোমার হৃদয়ে আজো মাংসলোভ রক্তলিপ্সা রয়ে গেছে নীল
শতপদী পোকার আস্তানা তুমি শীৎকার ও শিকার উল্লাস
চর্চা করো গুহাগীতিবাদ্যে ম'জে অর্বুদ মুক্তোয় ঘেমে ওঠো
ওই লবণাক্ত জলবিন্দু দাও সভ্যতার জিভে ফোঁটাফোঁটা
কত কত নগর পত্তন হ'লো কায়রো ব্যাবিলন আজো হয়
সম্রাট দু'হাতে চোখ ঢাকে তুমি উলঙ্গ তাণ্ডবে ফেটে পড়ো

তোমার ভেতরে নেমে

তোমার ভেতরে আমি রঙিন কৌপীন পরে হাসিখুশি নেমে যেতে
চাই আজো পর্যটক শখের সাঁতারু
তোমার ভেতরে আমি নেমে যেতে চাই দ্রুত পলায়নপর
নেংটি ইঁদুরের মত
তোমার ভেতরে নেমে যেতে চাই শ্যাওলাধরা শতায়ু কচ্ছপ
মনে বড় সাধ জাগে তোমার ভেতরে গিয়ে নৈশতস্করের মত

ভূতকণ্ঠে ডাকি
তোমার রচিত ঊর্ণাজালে ধরা দিতে চাই আমি এক নবীন বধাটে
তোমার ধমনী বেয়ে ছুটে যেতে চাই আমি ক্ষিপ্রতম হণ্ডার সওয়ার
তোমার অরণ্যে নেমে যেতে চাই অর্জুনের
শিকড়ঝর্ণায়, খেতে
চালের পানীয় ব'সে রোরোর পাথরে
তোমার ভেতরে নেমে দেখতে চাই গুহাচিত্র গুহ্য শিলালিপি

একদিন সত্যিকায় তোমার অনন্ত নীল অভ্যন্তরে
নেমে দেখতে পাই
কোথায় উত্তাল ঢেউ, এ যে শান্ত লতাগুল্মে
রঙবেরঙ মাছের সংসার
গর্ত খানাখন্দ ফুটো তন্তুজাল ধমনী অরণ্য গুহা
কিছু নয়,
এ যে
তোমার আমার মধ্যে সমস্ত দুপুর শুধু মাদুর বিছিয়ে পাশাখেলা

কলকাতায় শীত আসে

কলকাতায় শীত আসে কবিতার মত
দুপুরে নারীর গুপ্তরোমের মতন ঘাসে শুয়ে টের পাই
বহুবার যে কবিতা শুধুই ভেবেছি
লিখতে গা করিনি কোনদিন তার মত
শীত আসে কলকাতায় সন্ধিবয়সের অলৌকিক
হাতছানির মত শব্দ যেন
কবিশিশুদের হাতে বুড়ির চুলের মত লোভনীয় আঁশ
শীত আসে
আমি কুয়াশার মধ্যে হেঁটে যাই, পায়ের তলায় শুকনো পাতা
মুচমুচিয়ে ওঠে, আমি ধুলোর শহরে বিশ্রী কুয়াশার
অন্ধকারে বুক ভরে গন্ধ নিই ছাতিমফুলের
হিজল গাছের নিচে একটি মেয়ে কেশে উঠলে আমার শরীরখানা
চ্যবনপ্রাশের মত চনমনিয়ে ওঠে, আমি ওদিকেই যাই
কাচের চুড়ির শব্দ চাদরের নিচে, সস্তা ক্রীমের সৌরভ এত উষ্ণ
মানবতা-মানবতা গন্ধমাখা যে আমি মানুষ থেকে এক মুহূর্তে হয়ে পড়ি কবি
ফ্যাকাশে মুখের ঐ মায়ার কাজল জানে প্রেম
রক্তাল্প আঙুল জানে ফুলের নম্রতা
কবির উত্তপ্ত শ্বাস লেগে সে মেয়েটি শ্রেণীসভ্যতার
গ্লানি থেকে মুক্ত হলে আমি তাকে নিয়ে যাই নির্জন প্রান্তরে
ওর ঠোঁট পিউমার উজ্জ্বল আক্রোশে ভরপুর, ওর জিভ
গোরুর জিভের চেয়ে বেশী স্নিগ্ধ নৃশংসতা জানে
মেয়েটির গোটা দেহ ভরে ওঠে অদৃশ্য আলোয়

আকাশে কয়েকটি ম্লান তারা, দূরে কোথাও কুকুর ডেকে ওঠে,
আস্তাবলে
ঘোড়ার সেপাই চুর হয়ে পড়ে ঘোড়ার বরাদ্দ মদ অকাতরে মেরে
এরকম মত পৃথিবীর শান্ত ঘাসের প্রান্তরে রাত বাড়ে
কবির বিবাহ হয়, শীত আসে

সেই তুমি

কুচকাওয়াজের মাঠে নেমেছে সবুজ অন্ধকার
মেমোরিয়ালের শাদা মার্বেলে চাঁদের আলো পড়েছে যখন
আবার তোমার সাথে দেখা হোলো
দাঁড়ানোর ভঙ্গি সেই একই
পরেছ রঙিন শাড়ি হাতে খুদে মানিব্যাগ গন্ধমাখা নরম রুমাল
আবার তোমার সাথে দেখা হোলো যেমন বসন্ত শীতে রোদে ঝড়ে জলে
দেখা হোতো দেখা হয়েছিল বারবার
যদিও ছটফটে নও আগেকার মত
স্থির শান্ত উদাসীন বেণী নেই হাতখোঁপা করা চুল
একটু বাঁকা হাসি হাসলে তাকালে কেমন
বিষণ্ণ মনমরা
নিম্নদেহ একটু ভারী ম'নে হ'ল নাইট্রো ফসফরাস হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি
কী সুখে বেঁধেছে বাসা ওই সুবর্ণরেখনি তুমি প্রতীক্ষায় মাদীহাঁস
লম্বা গলা দূর থেকে একপলকে চিনে নেয়া যায়
আগের চাইতে তুমি আরো বেশী সাহসী হয়েছো
তোমার চাহনি আরো গাঢ় হিম অব্যর্থ শিকার তুমি পেয়েছ অনেক
অন্ধকারে নূপুর পরেছ কতদিন তুমি মরীচিকা নও
যে মানুষ ধমনীর শেকল পরেছে
অভিভূত কুকুর সে সশব্দে চেখেছে চকোলেট
গাছের মাথায় ঘড়ি ছটফটায় মানুষের চোখ
কি করে ধাঁধাতে হয় তুমি তার কিছু কিছু জানো
তোমার সোনার কাঠি রুপোর কাঠির ছোঁয়া পেয়ে
ঘুমিয়ে পড়েছে কত উদ্দাম কুকুর
হঠাৎ সেই তুমি দেখি বেড়ে উঠছ গাছপালা ছাড়িয়ে
ময়দানে দাঁড়িয়ে তুমি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের
লোহার পরীকে হাত দিয়ে এক চক্কর খাওয়ালে
জহরলাল নেহেরু সরণি পার হয়ে গেলে দশবারো পা হেঁটে
তুমি কি পিশাচী না না তা কি করে হয়

একই ভঙ্গি একই আবেদন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছো
তোমার পায়ের কাছে ছোট বড় অসংখ্য কুকুর
এক টুকরো মাংসের লোভে আঁকুপাকু করে

শাশ্বত ছাতারে

শাশ্বত ছাতারে এক ছত্রাকের দেশে উড়ে যেতে
ডিম থেকে সুতো খুলে পড়েছিল আপন নিয়মে
নিরীহ বঁড়শিতে তুমি গেঁথেছ চন্দনপুঁটি নির্জন দুপুরে
তুমি ধুতরোবাগানেও গেছ
যদি অভিমানী হও জেনো শুকনো পাতার তলায়
ঝিমোচ্ছেন বিষহরি
জলে, পেসোরুই জোঁক ব্যাঙাচি শামুক
আর্মেনীয় ছাতা কেউ নয়
কেউ অগ্রপশ্চাৎ ভাবেনি

সূর্যের কনুই এসে স্পর্শ করে জল
তুড়ি দিলে উড়ে যায় গুবরেশালিখ তুমি জেরানিয়ামের স্বপ্ন
তুরপুনে গেঁথেছ

পেটাঘড়ি বেজে ওঠে
হাঁসঘরে ঢুকেছে শেয়াল
নির্বোধ সারেঙ তুমি চোরাস্রোতে ফেলেছ নোঙর
কোথাও শ্যাওলারঙ কবরের পাশে ওড়ে আহ্লাদী ফড়িং
মুঠোয় আঙুরলতা দুড়ি ঘাস
বাচ্চাহাঁস শালুকসায়রে
ওলো দাসী, শয্যা তোল, থামে ঠেস দিয়ে আছে দুর্বল অশ্বেরা
ওদের কানকোয় পোকা,
তুলে আন ফলন্ত জনার
শাশ্বত ছাতারে ওড়ে
ব্যাঙের ছাতায়
হিংস্র কিশোরীর মত পাতিকাক খায় তপ্ত খার

একদিন এই গ্রামে দ্রাঘিমা শব্দটি
ঢেকে যাবে ধূসর জালায়

বামনের মেয়ে শোবে অধর্মের খড়ে
দূরে ডাকবে পারিয়া-কুকুর
শিশিরের চাঁদোয়ার নিচে শুয়ে আছে চিংড়ি জলের কিনারে
ইঁদুর নিঃশব্দে আসে
কপর্দকশূন্য মেঘ মায়া
কেরানীকে পেরাম্বুলেটরে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে আয়া

ছাইচাপা পড়ে যদি কুচিফুল শিশু ইউক্যালিপ্টাস শাল
তাহলে কি হবে বলো অরণ্যকুক্কুট
নদী
বালিঘেঁষটেচলা বুড়ো সরীসৃপ
কি হবে ?
মিনার দুর্গ গোরুর গাড়ির চাকা জলের দেবতা
হাই তোলে
শাশ্বক ছাতারে ঠোঁটে শতাব্দীর স্বর্ণকামারের
লোভ নিয়ে উড়ে যায়
সুতো ছেড়ে ছেড়ে ডিম হয়ে পড়ে শূন্যময় আঁশ

না কোনো পম্পাই নয়

না কোনো পম্পাই নয় তুমি ফেলে এসেছ বাগান
রাক্ষুসে কুয়োর জলে খড়কুটো কামিনের চুল
থেকে থেকে মুখ দেখে পাখি ফার্ণ কুকুর মানুষ
শিশুদের লোভগুলো জমে ওঠে পাঁচরকম ফলে

স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে মানুষ এখানে এসেছিল
বারবার মালী তাকে দেখিয়েছে ফুলের আবাদ
মৃতের পালঙ্কে শুয়ে সে শুনছে লাভাকোলাহল
বুড়ো ইউক্যালিপটাস হু হু করে দূরে জাগে চাঁদ

টাণ্ডার পায়ের শব্দ, এত রাতে কে কোথায় যায়
ছাতে কে দাঁড়িয়ে, সিঁড়ি বেয়ে সতেরোর শাদা উরু
কেন উঠে যায় কেন ঠাণ্ডা হাত কেন এত ভয়
কিংবা ঠিক ভয় নয় হিম লাভা গুড়ি মেরে এসে
ঘরদোর বিছানাপত্র মেদমজ্জা মুছে দিতে চায়

না কোনো পম্পাই নয় তুমি ফেলে এসেছো বাগান

যদি শীতের বাগানে

এইসব ঘরবাড়ি গুড়িয়ে যাবে না
নদীও তছনছ হবে না
ডুবোমানুষ মাছ ধরবে না আর
যদি শীতের বাগানে রক্তজবা ফোটে

শাদা ঘোড়ার হলুদ সওয়ারের রক্ত ঘাসে
পিঁপড়েদের মধ্যে যেসব মুদ্দফরাস তারা কোথায় গেল
মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি আর ভালোবাসে না মেয়েরা

তুমি যেই হও গলির মুখে ওৎ পেতে কোনো লাভ নেই
বরং যে পিয়ানো বেজে উঠছে তার দামামায় দাঁত বসাও

মাছমারারা স্বপ্ন দেখে চাঁদ ডিঙিনৌকো আর জলগুল্মের
গাছেরা জলে বঁড়শি বিছিয়ে খোঁজে মাছ
মানুষ তার মুখ লুকোতে খোঁজে স্লেটপাথরের সিদ্ধিগুহা

কিছুরই কোনো বিকল্প নেই
যদিও তুমি লিখে চলেছ একটিই কথা
মানুষেরা বালুচরে ঘুমোতেই থাকবে
যে অব্দি না রাতের কান্না শুনতে না পায়

অরণ্য ১

আগুনের পিণ্ড থেকে মোমতরল উল্কা উড়ে এলে
তুমি তাকে স্নিগ্ধ জলবোতাম ভেবেছিলে
কোনোদিন অরণ্যে যাবে না ভেবেছিলে
চাঁদনী রাতে পার্কের পলাশ দেখে তোমারও কি মুচড়ে ওঠে বুক ?

পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে এসে বনবসত নিশ্চিহ্ন করেছে
তুমি তা দেখেছ
একটি যুবতীর দেহ ছিন্ন করে শিস দিয়ে চলে গেছে ট্রেন
তুমি তা দেখেছ
কোনোদিন পাহাড়ে যাবে না ভেবেছিলে
কোনোদিন শহরে যাবে না ভেবেছিলে
আগুনের পিণ্ড থেকে মোমতরল উল্কা উড়ে এলে
তুমি তাকে স্নিগ্ধ জলবোতাম —
ভেবেছিলে কোনোদিন অরণ্যে যাবে না

যেদিন অরণ্যে এলে প্রথমে তো চিনতেই পারো নি
অরণ্য ! অরণ্য ! তুমি হেঁটে যাও, কোথায় নিষাদ ?
না অরণ্য না নিষাদ সূর্যধোঁয়া অন্ধকারে তুমি

শিহরিত ফুলদল ফলভার উদ্ভিদনারীর
অপলক চোখে চেয়ে আছে দেখতে পাও
দারুমার্জারের মতো বুলবুলির মতো ভীতু হয়ে পড়ো তুমি
নিমেষেই খসে পড়ে অশ্বপুরুষের অহঙ্কার
পোষাক হাতঘড়ি, তুমি শেকড়ের জালে পা জড়িয়ে মূর্চ্ছা যাও
পিঁপড়ের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ, চু'কয়ে রক্ত, রাত্রি নামে, চাঁদ
বলে, নিদ্রা যাও প্রিয়, নিদ্রা যাও, অরণ্য অগাধ

অরণ্য ২

যেদিন পাহাড়ে এসে একটু বোকা বনে গিয়েছিলে
পর্বত ! পর্বত ! তুমি উঠে যাও, কোথায় কিন্নরী ?
না পর্বত না কিন্নরী মেঘমোড়া ভুতুড়ে মনাষ্টারি
চড়াই লেবুবাগিচা উৎরাই ক্যাকটাস পলকা সাঁকো
ফাজিল ঝর্নার পাশে বালিকা পাথরখণ্ড ফুল
তোমার চোখ চেয়ে থাকে তোমার পতন, তুমি টের পাও খালি
অধঃপতনের দিকে যায় স্নায়ু নাভি অণ্ড উরু ও গোড়ালি

শহরেও এসেছিলে একদিন
দেখেছো পর্বত আছে অরণ্যও যন্ত্রতন্ত্র আছে
আছে মদ আর্তনাদ চাকা সৌধ পাতাল তড়াগ
আছে রাজা আস্তাবল বিদূষক শ্রেষ্ঠী পোত গ্রন্থের উকুন
রাগী ছোকরা খাম নটী ঘণ্টা শবাগার শাদা বাঘ
যুবতীরা ভালোবাসে মেঘদূত হীরামন হীরে ও হামাম
যুবকেরা ভালোবাসে ম্যানিফেস্টো রাইফেল কালো কফি বিড়ি
যুবক যুবতী ভাঙ্গে বাদাম গড়ের মাঠ স্যাঁতস্যাঁতে সিঁড়ি
কত না ফিটন ম'ল তুমি তবু টপকে যাও ঘোড়াদের মল
কুড়োও মখমল পোকা ঘাসে শুয়ে বুনো ভুঁই বোনো
রাতের সড়কে জাগে আততায়ী কুকুর ও ভিখিরির কাম
চোখ বুজলে দেখতে পাও অরণ্যপাহাড়ঘেরা এক বুড়ো গ্রাম

কে আমাকে নিতে চাও জলে

কে আমাকে নিতে চাও জলে ?
ওই যে মোটরগাড়ি পথ ভুলে ডুবে আছে পাঁকে
যেখানে তেচোকো মাছ জলে ডোবা সওয়ারের চোখের ঘুলঘুলি দিয়ে
যাতায়াত করে
কে আমাকে নিতে চাও ওরকম জলে ?
আমাকে বরং তুমি শুতে দাও ছাইরঙা কুয়াশার
খড়ে স্বপ্নে চাঁদনীরাতে মাঘে
আমাকে নীরক্ত ক'রে টুসটুসে করমচাগুলো ফেটে গেছে
রক্তনীল বিগত মরশুমে
মৎস্যকন্যারাও মাছ হয়ে খেপলা জালে কবে ধরা পড়ে গেছে

কে আমাকে নিতে চাও জলে ?
বরং আমাকে একটা সাঁকোর ওপর ঝুঁকে
দেখতে দাও লবণাম্বুরাশি
নাগকন্যাদের লেজে লাঞ্ছিত হতে কে চায়, জলযযুরের
মত তেজী নই আমি, নিসর্গপ্রেমিক এক বাউণ্ডুলে
বোকাসোকা কবি
কে আমাকে নিতে চাও জলে ?
বরং আমাকে তুমি পিয়ানোবাজিয়ে সেই ঘোড়ামুখো
মেয়েটির প্রেমে
আত্মাহুতি দিতে দাও, বরং আমাকে তুমি যেতে বলো
মড়াখেগো কুকুরসমাজে
বরং আমাকে তুমি করো দার্শনিক করো কাঠবেড়ালী
দেবদূত গরু গুবরেপোকা

কে আমাকে নিতে চাও কে আমাকে নিতে চাও জলে ?

ঘোড়াদের কথা

যতবার ডানাঅলা ঘোড়াদের পৃথিবীতে গেছি
আমি যতবার
মিশেছি ওদের সাথে মনে হ'ল
ওরা সব মেয়েমানুষের ক্রীতদাস
মাদীঘোড়া ফেলে ওরা মাংসের হলুদ মেঘে উড়ে যেতে চায়
স্বপ্নের মৃত্যুর মত ওখানে রয়েছে এক অর্দ্ধসত্য নদী
মরচেপড়া ট্রেনের হাঁসফাঁস ধোঁয়া শিস
মেঘলাদিনে ওরা ঝুমকোলতা ভালবাসে
ওদের চুমুতে নেই প্রবালের রঙ
সোনালি সৈকতে ওরা খুঁজেছিল জিঘাংসা ও ডিম
গেরুয়া পাহাড়ে শেষে পেয়েছিল কোলিয়পটেরা
যতবার পরিশ্রমী ঘোড়াদের পৃথিবীতে গেছি
দেখেছি গোড়ালি ভাঙা রোঁয়া ওঠা দগদগে ঘা ঘাড়ে
ধোপার গাধার মত উচ্চকাঙ্খাহীন ম্লান বেতো
চাবুকের ভাগ্নে ওরা ছুটতে ছুটতে লেজ উঁচিয়ে নাদে
ওদের ক্ষুরের শব্দে মনে হয় যুদ্ধ ভেঙে গেছে বহু আগে
ওদের হৃদয় থেকে উবে গেছে প্রেম ওরা সুন্দরকে দেখামাত্র
চোখ পাকায় অপ অপ করে
শীতের কুয়াশামাখা সকালে একদিন
চিলের চিৎকার শুনতে শুনতে মাঠে হাঁটছিলাম একা স্বপ্নে নাকি সত্যিকার
মনেও পড়ে না আজ সামনে এক তেজী বুনো ঘাসের জঙ্গল নড়ে ওঠে
কাছে গিয়ে দেখি এক প্রবালটুকটুকে ঘোড়া শিশু
আনমনে দাপাচ্ছে, আমি ওকে কোলে নিতে গিয়ে দু'একবার
লাথিগুতো খাই
বুকে চেপে ধ'রে শেষে নিয়ে আসি আদিগন্ত চারণভূমিতে
তারপর বলি : শিশু, দৌড়ে যাও, ওইদিকে অরণ্য তোমার

আরোয়াল

নির্যাতিত নিয়ে ভাবো, তুমিও কি মারীর কুকুর ?
যে চাঁদ ঘুমোতে যাবে তুমি তার আকাশে ঘুমোও
উচ্ছিষ্টপরা দেশে তুমি মাঞ্জাদেয়া সমাজভাবুক
মুণ্ডশিকারীর হল্লা শুনে আজো হাই তোলো আড়মোড়া ভাঙো
আরোয়াল
আরো এক ভোরের খোয়ারি ভাঙা গরম পেয়ালা তুলে ধরে

এর বেশি কিছু নয় ?
দিনের আলোয়
রাতের হায়েনাগুলো ছিঁড়ে খায় নিরীহ হরিণ
সিংহের ভুক্তাবশেষ খেতে আসা উচ্ছিষ্টপরা হায়েনা ওসব
আর সিংহ সেই সিংহ নয়, এরা ভরপেটে অজীর্ণেও
মানুষের গন্ধ পাঁউ করে
দূর থেকে ধূর্ত বাজিকর দক্ষ আঙুল নাড়ায় আর গোঁফ চুমরে হাসে

শেকল চাবুক হত্যা গণধর্ষণের
এইসব বিবেচনাধীন নৃশংসতা
তোমাকে আবার কিছু অভিনব বিতর্কের দিকে নিয়ে যায়
অভয় অরণ্যে চোরাশিকারীরা ইয়াহু চেল্লায় আর কার্তুজের কোলাহল করে
চর্ম শৃঙ্গ ও মাংসের অবাধবাণিজ্যদেবী চোখ মারে আর গুরুনিতম্ব দোলায়

পরিত্রাতা···পারিষদ···সভাকবি···সমাজভাবুক···
এই প্রশ্নে মনে হয়—কে যে নয় মারীর কুকুর !

হাজতের দিন

একযুগ কেটে গেছে, ফিরে এলো হাজতের দিন
চুক্তিতে বৈঠকে যুদ্ধে গমে গেরিলায় শূন্যযানে
মন্দিরের ভাঙে কুষ্ঠরোগীর চরসে বুঁদ হয়ে
চালু ইঞ্জিনের পাশে শ্রমিকের ঘুমের মতন
ঝিনুকের হৃদয়ের মাংসের মতন এক যুগ
কেটে গেল কর্মীমৌমাছির কর্মঘুমে, নাভিফুল
দেখেছিল স্বপ্নে ওরা প্রত্নলোভী গাঁইতি কাঁধে নিয়ে
খুঁজেছে মখমলপোকা স্বর্ণমুদ্রা, জীবাশ্ম খোঁজেনি।
ঘুম ভেঙে দেখতে পায় রজ্জুফাঁস, তুচ্ছ পাপাচারী
কেউ নয়, সুখী ওরা, সাময়িকপত্র ভালোবাসে
দেখতে পায় দেয়ালঘড়ির মধ্যে আদিঘুঘু ডাকে
চারপাশে ইল্লোত তস্কর খুনী জুয়াড়ি ও ভেড়ো
ঘিরে আছে, 'মাকে বোলো, আজ কেন, সম্ভবত আর
কোনোদিন ফিরবো না', শুরু হ'ল হাজতের দিন।

আহিরোন

বজ্রবিদ্যুতের রাতে জলপাইগাছের কাঠকুটোর বাসায়
আমাকে প্রসব করতে গিয়ে শীর্ণ পাখিমাতা কাৎরে মরে যান
বড়সড় হয়ে আমি বেড়াতে গিয়েছি পদ্মবিলে
যেখানেই যাই
পাখির সংসার নাগনিষাদের ভয়ে কুকড়ে আছে

অজস্র মিথুন তবু—নানা প্রজাতির—ওড়ে, ঠোঁটে খড়কুটো
কেঁদঅরণ্যকে আমি শুনিয়েছি শিস
স্বর্গের পাপিয়া আমি, মাছরাঙা কোঁচবক নই
ওসবের সঙ্গত করি না, ওরা আর্দ্র দেশে ওদের কুৎসিত নারী নিয়ে
মাছ ধরে. ছলনিদ্রা যায়, মোটে শিস দিতে জানে না
এত যে উদ্যানপাখি গায়কপ্রজাতি নয় সব

আমি চলে যাচ্ছি অন্য দেশে, এই হাড়গিলের দেশ ভালো লাগেনি আমার
পথে এক বন থেকে এক ঝাঁক লাল মুনিয়াকে
সাথে করে এনেছি, ওদের আমি নেচে নেচে চমৎকার শিস দিতে শেখাবো
তারপর চলে যাবো আহিরোনে, প্রকৃত পাপিয়াদের দেশে

মৃত্যুর পাশের ঘরে

শিল্পের পয়মন্ত তুলি কেন ছুঁড়ে দাও আস্তাকুড়ে
উজ্জ্বল যুবক হয়ে বিমর্ষ প্রৌঢ়ের গ্রন্থ কেন পড়েছিলে
কেন গিয়েছিলে বোকা বিদূষক বামনের কাছে
যে দৈব সোনালি মাছ তোমার গণ্ডূষে উঠেছিল
কেন তাকে যেতে দিয়েছিলে ঘূর্ণিজলে
নিজস্ব নারীকে যদি একবার পেয়েছিলে নির্জন জেটিতে
কেন তাকে ফিরে পেতে দিল না তাতার কালযুগ

মৃত্যুর পাশের ঘরে ফুঁসে উঠেছিল রক্ত জেনে
ছায়াচ্ছন্ন পরাগের আনাচে কানাচে ঘুরেছিলে
কোথাও রঙিন নৌকো কোথাওবা জলঘুঘু খোয়ে
মুমূর্ষু বন্ধুর মুখ ভুলে গিয়ে শুঁকেছ গোলাপ
পালাতে পেরেছো দূর নিরাপদ তন্দ্রার শহরে
নষ্ট আত্মা শ্বেতাঙ্গের প্রণয়িনী নিগ্রো যুবতীকে
বিরল ঝিনুকফাঁক অশ্রু তুমি ঝরাতে দেখেছো

শিল্পের পরমন্ত তুলি জলাঞ্জলি দিতে চাও দাও
পাবে না নিস্তার জেনো অপেলোর মায়াবী ময়ূর
পেখম ছড়াতে গিয়ে মেলে দেবে কদর্য ক্যাকটাস
দুঃস্বপ্নের বীজ কেটে জন্ম নেবে হাড়িড়সার ফ্যাকাশে অভ্যাস

ঘূর্ণিজল

একদিন নিঝুম দুপুরে এক প্রকাণ্ড জলার ধারে গিয়েছিলাম আমি
সামান্য মুখ ধুতে নেমে দেখলাম জলের বর্ণ নীল
উত্তরের মেঘলা আকাশ ফুঁড়ে দেখা দিল হিমালয় পর্বতমালার
সোনারঙ চূড়া
এবং পর্বত এত কাছে এই ভেবে যেই চঞ্চল হয়েছি
শান্ত নীল জল মেতে উঠল ঘূর্ণিস্রোতে
উত্তাল সমুদ্র যেন হাঙরসঙ্কুল আর ঝড় উঠল তোড়ে
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি—এ কি! সমুদ্রের পাড় খুব উঁচু ও খাড়াই
এমন তো ছিল না
এবং দক্ষিণ পুবে পশ্চিমে ক্রমশ উঠছে অজস্র পর্বত
তুমুল বাতাস ঝোড়ো মেঘ উড়ছে কিছুর নাগাল
পাচ্ছি না, খাড়াই পাড়, আমাকে যে ফিরতে হবে, আমি
যেখানে জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে—একখানা পাথরে
পা রেখে ওপরে যেই উঠতে যাব
অম্নি সেটা জলে ডুবে গেল
আর আমি তার পিছু পিছু
অজস্র পর্বতে ঢেকে আসছে এম্নি আকাশের নিচে
ঘূর্ণিজলে তলিয়ে গেলাম

জননী

তোমার জন্মের সাথে মরেছিল তোমার আকাশ,
খুব সম্ভবত তুমি শুনেছিলে গাজনগম্ভীরা,
ছাঁকিজালে নতুন শফরী যাবে পুন্নাম নরকে।
ষোলকলাপূর্ণ যুবতীর উপকণ্ঠে মূর্ছা যাও ;
ভাবালুতা ছাড়ো, উঠে পড়ো গেঁতো, গোকুলের ষাঁড়,
যোজনগন্ধার যুগ নেই আর, দোহাই তোমার
চোখ তোলো, ঐ ছাখো শ্রমণের উজ্জ্বল বিহার।
ভুজঙ্গম ভুজঙ্গমী ঘোরে ভুঁইচাপার জঙ্গলে ;
রঙ্গিনী কারোর নয়, আঁশ পড়ে থাকে বালুচরে,
শাঁখের কাঁকন ভাঙা, অভ্রচুর আকাশগঙ্গায় ;
নির্বীজন সারা আর পরাগধানীর কথা নয়,
কুয়াশায় তপস্বীর অভিলাষ পূর্ণ করে নারী
কুমারীই থেকে যায়, বনে যায় পুত্র দ্বৈপায়ন।
আঁতুড়ে জননী মরে, তুমি যাও গোল্লায় গোলোকে।

প্রতিধ্বনি

আমরা

রোঁয়াওঠা সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, হাত তুলে ডাকল উচ্ছল ছেলেরা
কফি সিগারেট হাসি গুপ্তপন্থ স্বপ্নরোগ তুচ্ছ কথা আমরা কেন
এখানে এলাম ?
ঘাসের ঝাঁঝালো গন্ধ ডেকে আনে কার্তুজের ঘুম
কলকে ও ডুগডুগি ছেড়ে উঠতে বেশ রাত হয়
কোথাও কুকুর ডাকে
মানুষের হাত থেকে খসে পড়ে রক্তমাখা ক্ষুর
অভিনব কিছু নয়
মেয়েদের বুকে থাকে চিরন্তন ভ্যানিলা পরাগ
পিনিয়ন জানে কেন এখানে এলাম ?
মিনারশকুন বসে ন্যাড়াগাছে চারদিকেই প্রাঞ্জল পৃথিবী
কুপির আলোয় বোঁটা ঠোঁট—অভিমানী কালো মেয়ের মতন
শব্দের তেলতেলে বিছানায়
ওকে পেতে চেয়ে কেন এখানে এলাম ?

প্রতিধ্বনি

বুনোফল খসে পড়ছে
বাদুড় সীমান্তচোর বাবলার ডানায় চাঁদ
পুরোনো বাজারে আজ ফাঁদপাতা গুল্ম গজিয়েছে
যদি চাও ফিরে যাও
ঝর্নার তিরতির জলে কুনোব্যাঙ
টিলায় হরিণ

আমরা

আমরা ময়াল নই ঘড়িয়াল নই
গাছে উঠে খাইনি কাকের ডিম
সোনালি গোসাপ নই গিরগিটিও নই
কেন্নো কেঁচো আমাদের পিতেমো ছিল না
তবু কেন এখানে এলাম ?

জংলায় নদীর চরে ফোকরে ঢিবির নিচে
গাছের গুঁড়িতে সোঁদা স্যাঁতস্যাঁতে দেশে ?

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যাও
রক্তমাখা জন্তু ফলা চকমকি পাথর গুহাঘরে
সংগমের আর্তনাদে
অরণ্যকুহকে যাও জনস্তম্ভে
যদি চাও যাও

আমরা

মৎস্যকন্যাদের খোঁজে আমরা ক'টি শৌখিন নাবিক
জাহাজডুবির পর বালুতটে ছিটকে পড়েছি কেন শিশুশঙ্খের মতন ?
যদিবা ডুবুরি হয়ে ডুব দিতে গেছি
হাঙরের দুধদাঁত আমাদের কেন লক্ষ্য করে ?

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যাও
গাঙচিলের মত নয় উড়ুক্কু মাছের মত নয়
ইলশেগুঁড়ির মত ঝরে পড়ো ট্যুরিষ্ট বাংলোয়

আমরা

বেগনী মোষের পিঠে চড়ে কালো মানুষের শিশুর মতন
গঞ্জের বাজারে আমরা কেন যে এলাম
ছদ্মদার্শনিক সেতু গান গেয়ে পার হচ্ছে একঝাঁক ওরাওঁ রমণী
আমরা কয়েকজন টালমাটাল উদোম যুবক মুছে যাচ্ছি বালিঝড়ে

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যেতে পারো

আমরা

মেয়েদের তক্তপোশে শুয়ে আছে রাজহংস
ওকে কে তাড়াবে ?

মিথ্যে নয় কোনো কিছু
ভালোবাসা বিছানা বা লেবুগন্ধী ঘাস
মিথ্যে নয় পাতাল উদ্যান হাহা গন্ধর্ব খুড়ুলে প্যাঁচা রক্তকিনকি ডাঁশ
তবু কেন জলপিপি কাঠঘুঘু বেনে বউ সোনাজঙ্ঘা মানুষ হারাবে ?

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যেতে পারো

আমরা

প্রজননঋতু ছাড়া আমাদের গায়ে কোনো লালপালক নেই

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যেতে পারো

আমরা

আমরা সবাই বাঁশপাতি
আমরা ফড়িং ভালোবাসি
আমরা সবাই হুপোপাখি
পাঁচ ছ'খানা ডিম পেড়ে থাকি

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যেতে পারো

আমরা

চিপ চিপ বাড়িও···বাড়িও···
কেঁ কেঁ কেঁ কেঁ কো—কি—লা কো—কি—লা
হুইটুইট হুইরিরি টুইরিরি

প্রতিধ্বনি

যদি চাও ফিরে যেতে পারো

আমরা

আমরাই ফ্লেমিংগো হাড়গিলে
আমরা মুদ্দফরাস শকুন
হুইটুইট হুইরিরি টুইরিরি

প্রতিধ্বনি

চিরাপ চিরাপ

কালো বর্শা

যেরকম মেলে ধরো আবার গুটিয়ে নাও আলো ও ভোরের হীরামন
শিশুর পেন্সিলে আঁকা চাঁদামাছ মাছের কঙ্কাল হয়ে বেড়ালের ঘরে
শুয়ে আছে টাইগ্রিস তপ্ত মরুলতায় জলসেচ করে উদ্যানের কুয়ো
থেকে জল তোলে নারী ইনসাফের তরবারি তুলে নাও ঘাড় থেকে মাথা
খসে পড়ল কিছু রক্ত বৃষ্টি কি হবে না ও কে কাঁদে মরীচিকার আলোয়
একলা বসে মস্ত পাতাটির তলে পিঁপড়ের জাঙাল লোভী মাছের শিকারী
বঁড়শি ও গুড়ের মদ ফাৎনা ভাসে সুতো ছাড়ো অসময়ে গুটিয়ে নিও না
কালো বর্শা তোলো চোখ সোনালি মাছের চোখ পাঞ্চালের মীনে ও মুকুরে
মঞ্চে আছে সিকি শতাব্দীর মত কর্দমে খড়ম যেন ভাড় সভাকবি
খোলো দরজা ভাঁড়ারের নারী উন্মোচিত করো হাড়ির কানাত
শূন্য করে চলে গেছে গোপালক এই তৃণভূমি কামগন্ধমাখা ঘাসে
নক্ষত্র বিরাজ করে কুনোব্যাঙ মেঘমালা শ্মশানপাকুড় তোলো চোখ
শাকচুন্নী আমলকীতলায় এলো চৈত্রের হরিণ জংলীবাবুর বন্দুক
কালো বর্শা তোলো চোখ সোনালি মাছের চোখ পাঞ্চালের মীনে ও মুকুরে